Behind the pre-eminence of bureaucrats

STRAIGHT LINE

Muhammad Nurul Huda
is a former IGP of Bangladesh Police.

MUHAMMAD NURUL HUDA

On January 27, the Editor of this newspaper, Mr Mahfuz Anam, ruefully observed in an article titled, "Who runs the country?", that: "Today, more and more decision-making rests in the hands of powerful bureaucrats who have greater access to the centre of power in the person of the PM who, over the last several years, has come to rely more on the bureaucrats than on her political colleagues." He also commented that, "with the huge amount of resources allocated in our annual budget and mega-projects that are completely under bureaucratic control, the power of our bureaucrats has reached unimaginable levels, making for a lethal combination of political influence and control over allocation of funds." He sarcastically observed that, "the government is on its toes to take every step that will win them over to its side". Concluding by saying that: "Unless we restore elections to their free and fair status, the bureaucracy's power will continue to rise;" with concomitant decline of the stature, prestige, and power of our politicians thus "making for an ominous future for our democracy".

From the above narration, an impression may form to the effect that the power-obsessed bureaucrats of Bangladesh, in cahoots with conniving politicians, are the real roadblocks to the country's desirable socio-economic development. The reality on the ground perhaps indicates otherwise, because in developing countries bureaucracy has to be a prominent participant in the exercise of power. This is natural because the "bureaucracy has been called an instrument engaged in meeting the systemic goals of the society".

ILLUSTRATION: **BIPLOB CHAKRABORTY**

The cynics may say that in third world countries politics has assumed the dimension of a vicious circle wherein persons of integrity and talent will not enter public life because of the filth and stench. But the irony is that public life cannot be cleansed unless persons of talent and integrity enter it. The nation has to come out of this quagmire.

One has to admit that in public administration the role of bureaucracy emerges as the executor of public policy that are formulated by the political executive with inputs from several sectors, including the bureaucracy. The policies are then implemented through public organisations. The bureaucracy plays an indispensable role as organised and rational means of performing essential functions for the government.

There is no denying that in Bangladesh, the bureaucracy has been recognised as the dominant group that is effective in the shaping, formulation, implementation and even revision and termination of all policies and programmes of the government. It assumes importance in the eyes of political executives, legislators and the general public and also the groups and individuals impacted by the decisions and recommendations of the bureaucrats. As such, bureaucrats make themselves invaluable to the ruling group which seeks to use the bureaucracy for the advancement of their own interests.

The question is one of making the bureaucracy more responsible and responsive. Some experts argue "that only a substantial development of bureaucracy can lead to constitutionalism and provide checks on those who exercise power". We may have to admit that extra-bureaucratic political institutions in Bangladesh are markedly weak in comparison to their bureaucratic counterparts. We also have to unfortunately agree that the expansion of administrative organs and the proliferation of their functions have outpaced the development and strengthening of parliamentary bodies and other political institutions.

Under such circumstances, we need to have the growth and nurturing of mature political institutions and other checks on the arbitrary actions of the bureaucracy.

The greatest need for development administration remains the strengthening of parallel political institutions and authorities for balancing the undesirable concentration of powers and functions in the bureaucracy and making it responsive to the needs and aspirations of the people and the society.

There used to be a considered view during the pre-1971 times and the same perhaps still persists that the political calibre cannot match the service calibre and, consequently, there is undesirable concentration of power in the bureaucracy. If that be so, then the question is why politics fail to attract the ethically correct competent people. And this is very important as every democracy must have an aristocracy of talent, of knowledge and of character to effectively assert its authority. Have our political parties failed to enlist honest and knowledgeable citizens in the democratic process that affect public life? Surely, we cannot have the sordid amalgam of lack of intellect with lack of character and lack of knowledge in our politicians.

The cynics may say that in third world countries politics has assumed the dimension of a vicious circle wherein persons of integrity and talent will not enter public life because of the filth and stench. But the irony is that public life cannot be cleansed unless persons of talent and integrity enter it. The nation has to come out of this quagmire.

Since politics is neither an occupation nor a profession and since politicians blessed by credible popular support can perhaps justifiably claim to be more patriotic, it should be their responsibility to rein in the errant and arrogant elements of bureaucracy, and put them in their proper place. They should be able to effectively demonstrate that personal enrichment shall not be the objective of holding public office and that a rule-based society is the *sine qua non* of a democratic polity.

The anxiety in the portrayal of bureaucracy as the principal villain in our governance parlance can be understood in our conditions. Perhaps it is a natural weakness to revile that which we cannot do without.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ সুপারের কার্যালয়, নেত্রকোণা

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

"দি পাবলিক প্রকিউরম্যান্ট বিধিমালা/০৮ "দি পাবলিক প্রকিউরম্যান্ট (সংশোধন) আইন-২০১০" মোতাবেক চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে নেত্রকোণা জেলার পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন ইউনিটের মেরামত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের প্রকৃত ঠিকাদার/নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ও সিডিউলে উল্লিখিত শর্তানুযায়ী সীলমোহরযুক্ত খামে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে।

১.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ পুলিশ।
২.	সংস্থা	ঃ	বাংলাদেশ পুলিশ।
৩.	দরপত্র সম্পাদনকারী প্রধান	ঃ	পুলিশ সুপার, নেত্রকোণা।
৪.	দরপত্র সম্পাদনকারী জেলা/সংস্থা	ঃ	নেত্রকোণা জেলা পুলিশ।
৫.	দরপত্রের সূত্র নম্বর ও তারিখ	ঃ	পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.০৪৩.০৮-২০২২/মেরামত/ময়মনসিংহ রেঞ্জ/৫৯০, তারিখঃ ০২/০৩/২০২৩খ্রিঃ।
৬.	দরপত্র নম্বর ও পদ্ধতি	ঃ	০১/২০২২-২০২৩ এবং উন্মুক্ত পদ্ধতি (ওটিএম)।
৭.	বাজেট ও অর্থনৈতিক খাত	ঃ	পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হইতে রাজস্ব বাজেটের আওতায় পুলিশ বাজেটের কোড নং- "৩-১২২০২০১১০৫৯৫৪-সদর দপ্তর-৩২৫৮১০৮ অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা" খাতে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে।
৮.	দরপত্র প্রকাশের তারিখ	ঃ	১৩/০৩/২০২৩খ্রিঃ।
৯.	দরপত্র সিডিউল সর্বশেষ প্রাপ্তির তারিখ	ঃ	২৭/০৩/২০২৩খ্রিঃ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত।
১০.	দরপত্র জমা প্রদানের সর্বশেষ তারিখ ও সময়	ঃ	২৮/০৩/২০২৩খ্রিঃ, তারিখ ১২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
১১.	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	ঃ	২৮/০৩/২০২৩খ্রিঃ তারিখ ১২.৩০ ঘটিকার পুলিশ সুপার, নেত্রকোণা'র কার্যালয়ে দরপত্রদাতা বা মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন)।
১২.	দরপত্র সম্পাদনকারী অফিস ও ঠিকানা	ঃ	পুলিশ সুপারের কার্যালয়, নেত্রকোণা।
১৩.	দরপত্র প্রাপ্তির স্থান	ঃ	রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, ময়মনসিংহ/পুলিশ সুপারের কার্যালয়, নেত্রকোণা/ময়মনসিংহ।
১৪.	দরপত্র দাখিল/খোলার স্থান	ঃ	পুলিশ সুপারের কার্যালয়, নেত্রকোণা।
১৫.	দরপত্রদাতার যোগ্যতা ও দরপত্রের সহিত যে সকল কাগজপত্র জমা প্রদান করিতে হইবে	ঃ	ট্রেড লাইসেন্স, হালনাগাদ আয়কর সার্টিফিকেট, ভ্যাট রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট ও সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা সনদপত্র।
১৬.	দরপত্র আহ্বানকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ঃ	মোঃ ফয়েজ আহমেদ, পুলিশ সুপার, নেত্রকোণা।
১৭.	কাজের বিবরণ/কাজের নাম	ঃ	

লট নং	মেরামত কাজের নাম	সিডিউলের মূল্য	দরপত্র জামানত	কাজ সমাপ্তির সময়
০১।	নেত্রকোণা জেলার পুলিশ লাইন্স ০২ তলা এমআই ভবন মেরামত কাজ।	৭৫০.০০	৭৫০০.০০	৪৫ দিন
০২।	নেত্রকোণা জেলার পুলিশ লাইন্স ৬০০ বঃফুঃ ০৩ তলা ০৬ ইউনিট এএসআই/কনস্টবল কোয়ার্টার মেরামত কাজ।	৭৫০.০০	১৩০০০.০০	৪৫ দিন
০৩।	নেত্রকোণা জেলার পুলিশ লাইন্স রেশন স্টোর মেরামত কাজ	৭৫০.০০	৬৫০০.০০	৪৫ দিন
০৪।	নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া থানার ০২ তলার থানা কাম ব্যারাক ভবন মেরামত কাজ।	৭৫০.০০	১৬০০০.০০	৪৫ দিন
০৫।	নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা থানার ০২ তলা থানা কাম ব্যারাক ভবন মেরামত কাজ।	৭৫০.০০	১৬০০০.০০	৪৫ দিন
০৬।	নেত্রকোণা জেলার দূর্গাপুর থানার ০২ তলা থানা কাম ব্যারাক ভবন মেরামত কাজ।	৭৫০.০০	২১০০০.০০	৪৫ দিন
০৭।	নেত্রকোণা জেলার সিঁধরী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের বিদ্যমান ওয়াল মেরামতসহ অবশিষ্ট ৯৪০ ফুট ওয়াল সম্পূর্ণ অংশে ইটের গাঁথনী কংক্রিট ওয়ার্ক-প্লাস্টার-কাটাতার স্থাপন ও রংকরণ কাজ।	৭৫০.০০	১০৫০০০.০০	৪৫ দিন
০৮।	নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা থানার অফিসার ইন-চার্জ এর ০১ তলা বাসভবন মেরামত কাজ।	৭৫০.০০	৩৭৫০.০০	৪৫ দিন
০৯।	নেত্রকোণা জেলার দূর্গাপুর থানার অফিসার ইন-চার্জ এর ০১ তলা বাসভবন মেরামত কাজ।	৭৫০.০০	৪০০০.০০	৪৫ দিন
১০।	নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া থানার অফিসার ইন-চার্জ এর ০১ তলা বাসভবন মেরামত কাজ।	৭৫০.০০	২৮০০.০০	৪৫ দিন

১৮. **বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ**

১।	ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীর স্বাক্ষরযুক্ত প্যাডে আবেদনপূর্বক ডিআইজি, ময়মনসিংহ রেঞ্জ অফিস/পুলিশ সুপারের কার্যালয়, নেত্রকোণা/পুলিশ সুপারের কার্যালয়, ময়মনসিংহ হতে অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত দরপত্র সংগ্রহ করা যাবে।
২।	দরপত্র সংক্রান্তে অন্যান্য তথ্যাবলী দরপত্র সংগ্রহকালে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হতে জানা যাবে।
৩।	দরপত্র কার্যাদেশ প্রাপ্তির তারিখ সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই কাজ সমাপ্ত করতে ঠিকাদার বাধ্য থাকবেন।
৪।	অনুমোদিত বরাদ্দের আলোকে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে। এতদসংক্রান্তে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।
৫।	দরপত্র আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় কারণ দর্শানো ব্যতীত দরপত্র বাতিলের ক্ষমতা রাখেন।

মোঃ ফয়েজ আহমেদ
বিপি-৭৯০৬১১৯৭২১
পুলিশ সুপার
নেত্রকোণা
ফোনঃ ০২৯৯৬৬৫১৫২০, ফ্যাক্সঃ ০২৯৯৬৬৫১৫৯৯
E-mail: spnetrokona@police.gov.bd

জিডি-৪৪৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জাতীয় স্কাউট ভবন (১৩ তম তলা), ৬০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
www.jamuka.gov.bd

বিজ্ঞপ্তি নং - ৪৮.০২.০০০০.০১৪.৩১.০১১.২২.৩৯

তারিখ: ২৪ ফাল্গুন ১৪২৯ / ০৯ মার্চ ২০২৩

"১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন শরণার্থী" বিষয়ক গবেষণা সম্পাদনের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ (REOI) সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি

(১)	মন্ত্রণালয় / বিভাগ	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(২)	সংস্থা		জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)
(৩)	আগ্রহব্যক্তকরণ আহবানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা	:	প্রকল্প পরিচালক, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প, কক্ষ নং- ১৩০৭, জাতীয় স্কাউট ভবন (১৩ তম তলা), ৬০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০, ফোন: ০২২২৬৬৬৪৪৩৮, ইমেইল: nurlaminnahid@gmail.com।
(৪)	ক্রয়/সংগ্রহ পদ্ধতি	:	গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি (QCBS)
(৫)	বাজেট এবং অর্থের উৎস	:	উন্নয়ন খাত (সরকারি)
(৬)	কাজের নাম	:	"১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন শরণার্থী" বিষয়ক গবেষণা সম্পাদন।
(৭)	আগ্রহব্যক্তকরণ আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	:	২৮/০৩/২০২২ দুপুর ১২:০০ টা পর্যন্ত
(৮)	গবেষণা কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনারা; শুরু করে অপারেশন সার্চ লাইট নামে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের দোসররা মুক্তিকামী মানুষের উপর জঘন্য এবং পৈশাচিক অত্যাচার ও হত্যাকান্ড চালায়। পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরচিত আক্রমণ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই সময় ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে প্রায় এক কোটি বাংলাদেশী শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শরণার্থীর অবস্থা, ব্যাপ্তি, চ্যালেঞ্জ এবং তা মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রমসহ স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ভারতে শরণার্থী ব্যবস্থাপনার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তুলে ধরা এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।
(৯)	গবেষণা প্রতিষ্ঠান/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	:	**(ক) প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:** (১) আগ্রহী গবেষণা/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বা গবেষণা দলের মূখ্য সদস্যদের মুক্তিযুদ্ধ/শান্তি ও যুদ্ধ/ইতিহাস বিষয়ে সফলভাবে কমপক্ষে তিনটি গবেষণাকার্য সম্পাদনের অভিজ্ঞতা; (২) গবেষণা দলের দলনেতা ও উপনেতার মানবিক/কলা/মানবসম্পদ/ইতিহাস/সাহিত্য ও সম্পৃক্ত বিষয়ে ন্যূনতম পোস্ট গ্রাজুয়েশান ডিগ্রি এবং সাত বছরের গবেষণা করার অভিজ্ঞতা; (৩) গবেষণাদলের দলনেতা ও উপনেতার বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে গবেষণাকার্য পরিচালনা ও বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা; এবং (৪) গবেষণা দলের মূখ্য সদস্যদের বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মানসম্মত গবেষণা প্রতিবেদন লেখার অভিজ্ঞতা। **(খ) অতিরিক্ত যোগ্যতা:** (৫) গবেষণা দলের দলনেতা ও উপনেতার মানবিক/কলা/মানবসম্পদ/ইতিহাস/সাহিত্য ও সম্পৃক্ত বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি; এবং (৬) আগ্রহী গবেষণা প্রতিষ্ঠান/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বা গবেষণা দলের মূখ্য সদস্যদের উন্নয়ন সহযোগী বা সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণাকার্য সম্পাদনের অভিজ্ঞতা।
(১০)	গবেষণা কাজ শুরু ও সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	:	শুরু: ০১/০৬/২০২৩ খ্রি., শেষ: ৩০/১১/২০২৩ খ্রি.
(১১)	অন্যান্য বিষয়াদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	আগ্রহব্যক্তকরণ আবেদন একটি বন্ধ খামে নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে দাখিল করতে হবে। খামের উপর স্পষ্টভাবে লিখেতে হবে "১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন শরণার্থী বিষয়ক গবেষণা সম্পাদনের জন্য আগ্রহব্যক্তকরণ আবেদন"।

বি.দ্র.: কর্তৃপক্ষ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন আগ্রহব্যক্তকরণ আবেদন বা সকল আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

ড. মোঃ নুরুল আমিন
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প

GD-449